এলজিইডি

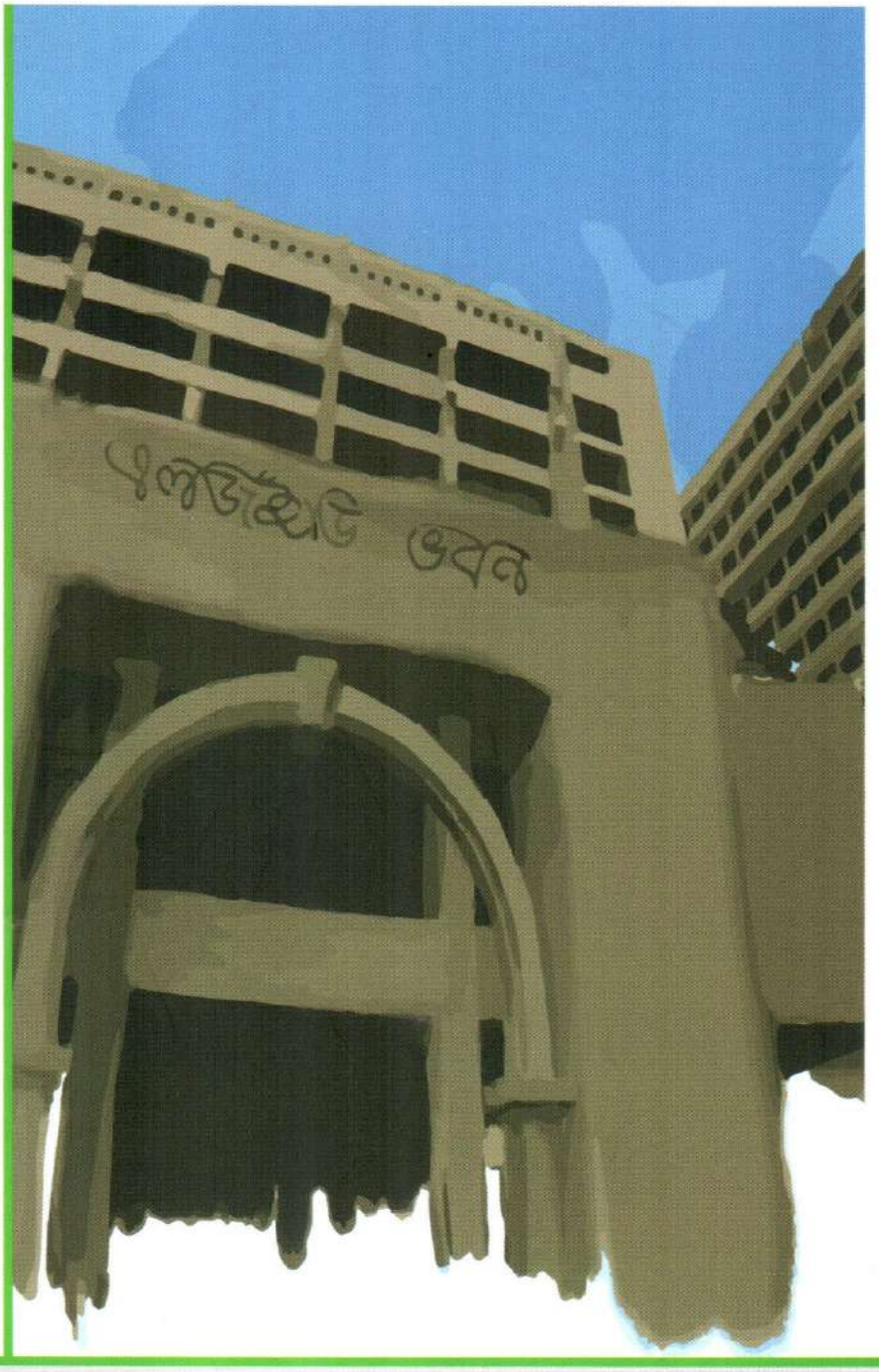

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা। এলজিইডি দেশব্যাপী পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ সেক্টরের অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্বপ্রাপ্ত। পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে এ সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

ক্রমবিকাশ: বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে প্রণীত কুমিল্লা মডেলের অন্তর্গত **পল্লীপূর্ত কর্মসূচি** ছিল এদেশের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মূলভিত্তি। পরবর্তীতে সত্তরের দশকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি **ইঞ্জিনিয়ারিং সেল** গঠন করা হয়, যা ১৯৮২ সালে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় **পূর্ত কর্মসূচি উইং**-এ রূপান্তরিত হয়। ১৯৮৪ সালে পূর্ত কর্মসূচি উইং রাজস্ব বাজেটের আওতায় **স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি)** হিসেবে পুনর্গঠন করা হয়। এলজিইবিকে ১৯৯২ সালে **স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)** নামকরণ করে একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে উন্নীত করা হয়।

অভিলক্ষ্য

কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা; কর্মসংস্থান সৃষ্টি; আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন; স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ; দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে ইতিবাচক পরিবর্তনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করা।

রূপকল্প

এলজিইডি পেশাগতভাবে যোগ্য, দক্ষ এবং কার্যকর সরকারি সংস্থা হিসেবে নিম্নবর্ণিত আন্তঃসম্পর্কিত পরিপূরক কার্যক্রম সম্পাদনে অবদান রাখবে:

- পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়সমূহ যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়নের সকল পর্যায়ে স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে পরিবহন, বাজার এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ বিষয়ক অবকাঠামোসমূহের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা; এবং
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সহায়তা এবং স্থানীয় উপকারভোগী ও কমিউনিটিকে সহযোগিতা প্রদান।

এলজিইডির প্রধান কার্যক্রম

দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে এলজিইডি পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। একই সঙ্গে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন- ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদ এবং পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। যুগপৎভাবে, এলজিইডি অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদার ভিত্তিতে সেসব মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিবীক্ষণ করে থাকে। সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারী, পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, অংশীজন, উপকারভোগী, ঠিকাদার ও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের সক্ষমতা উন্নয়নে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান এলজিইডির একটি নিয়মিত কার্যক্রম।

কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এলজিইডি জেন্ডার সমতা, পরিবেশ, সড়ক নিরাপত্তা, পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের গতি ত্বরান্বিত করতে নির্ধারিত কিছু ক্ষেত্রে শ্রমঘন পদ্ধতিতে কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে।

এলজিইডির সাংগঠনিক কাঠামো

* উইং নামটি প্রস্তাবিত

জনবলের বিভাজন

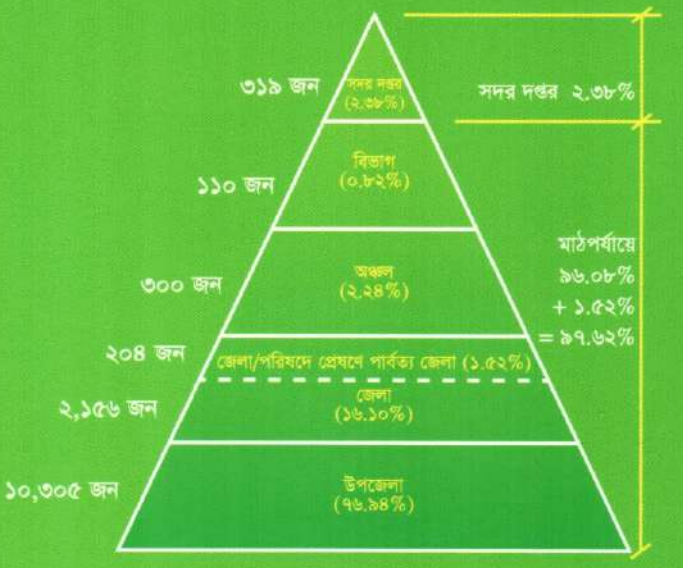

উইং* ও ইউনিট

উইং*	ইউনিট		
পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা	সড়ক ও সেতু বাস্তবায়ন এবং ভবন ব্যবস্থাপনা		
সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ	সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ এবং সড়ক নিরাপত্তা		
প্রশাসন	নিয়োগ ও পদায়ন, শৃঙ্খলা ও তদন্ত, আইন এবং ইলেকট্রো মেকানিক্যাল		
নগর ব্যবস্থাপনা	নগর ব্যবস্থাপনা		
ডিজাইন ও পরিকল্পনা	সেতু ডিজাইন	সড়ক ও ভবন ডিজাইন	পরিকল্পনা
মনিটরিং, অডিট ও প্রকিউরমেন্ট	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	প্রকিউরমেন্ট ও অডিট	আইসিটি
মানবসম্পদ	মানবসম্পদ এবং পরিবেশ ও জেন্ডার	মাননিয়ন্ত্রণ	
পানিসম্পদ	পানিসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ	পানিসম্পদ অবকাঠামো পরিকল্পনা	

এলজিইডি সদর দপ্তরে মোট ৮টি উইং রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রশাসনিক উইং বাদে অন্যান্য উইংয়ের কার্যক্রম একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্র হিসেবে পরিচালিত হয়। প্রশাসনিক উইং এর কার্যক্রম সরাসরি প্রধান প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রতিটি উইংয়ের অধীনে এক বা একাধিক ইউনিট রয়েছে। সর্বমোট ১৪টি ইউনিটের প্রতিটির কার্যক্রম একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পরিচালনা করে থাকেন।

* উইং নামটি প্রস্তাবিত

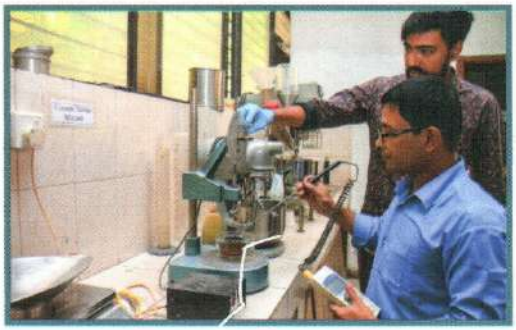

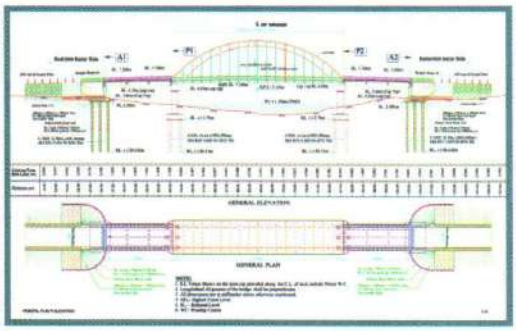

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। কৃষিপণ্য উৎপাদন ও তা বাজারজাতকরণের জন্য প্রয়োজন গ্রামীণ সড়ক পরিবহন অবকাঠামো। শুরু থেকেই এলজিইডি শক্তিশালী গ্রামীণ সড়ক পরিবহন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে কাজ করছে। বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) -এর কাজের বিনিময়ে খাদ্য এবং বিশেষ কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় মূলত দেশজুড়ে গ্রামীণ সড়কে মাটির কাজ সম্পন্ন করা হয়। সেসময় গ্রামীণ গুরুত্বপূর্ণ হাটবাজারগুলো কিছু নির্ধারিত সূচকের মাপকাঠিতে সরকার কর্তৃক গ্রোথসেন্টার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। গ্রোথসেন্টারের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী সড়ককে বলা হতো "গ্রোথসেন্টার সংযোগকারী সড়ক (জিসিসিআর)", যা বিশেষ কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় নির্মিত হয়। পরবর্তীতে এসব সড়ককে ফিডাররোড টাইপ-বি হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়, যা বর্তমানে উপজেলা সড়ক নামে শ্রেণিভুক্ত। প্রাথমিকভাবে এলজিইডি গ্রোথসেন্টার সংযোগকারী সড়কে মাটির কাজ এবং ১২ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতু-কালভার্ট নির্মাণ শুরু করে। ৮০-এর দশকে দেশজুড়ে মাটির সড়ক নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন করা হয়; ৯০-এর দশকে শুরু হয় সড়ক পাকাকরণের কাজ। প্রথম পর্যায়ে রুরাল এক্সিসিবিলিটি বাড়াতে সড়ক উন্নয়ন করা হলেও পরবর্তীতে নজর দেওয়া হয়েছে রুরাল কানেক্টিভিটির দিকে। বর্তমানে এলজিইডির গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের পরিমাণ সাড়ে ৩ লক্ষ কিলোমিটারের ওপর। এর মধ্যে রয়েছে উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক এবং গ্রাম সড়ক-এ ও ২ কি.মি. পর্যন্ত গ্রাম সড়ক-বি। সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি এলজিইডি কার্যকর সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে নির্মাণ করছে দীর্ঘসেতু, যা নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ সহজতর করছে। যুগপৎভাবে, দুর্যোগ মোকাবেলায় উপকূলীয় এলাকার জান-মালের সুরক্ষায় নির্মাণ করছে সাইক্লোন শেল্টার। সরকারি সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় সহজে পৌঁছে দিতে নির্মাণ করছে ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন। সরকারি পরিষেবা পেতে এসব প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য, এলজিইডি নির্মিত গ্রোথসেন্টারসমূহ উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ ও প্রান্তিক কৃষকদের ন্যায্যমূল্য পেতে বিশেষভাবে সহায়তা করছে।

"আমার গ্রাম-আমার শহর": প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ

দেশের প্রায় ৬৫ শতাংশ জনগণ গ্রামে বাস করে। গ্রামে নাগরিক সুবিধা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ কম থাকায় উন্নত জীবনের আশায় মানুষ শহরমুখী হচ্ছে। ফলে শহরগুলোর ওপর বাড়তি চাপ পড়ছে। দেশজুড়ে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গ্রামে নাগরিক-সুবিধা সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। গ্রামে শহরের সকল নাগরিক সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০১৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বর্তমান সরকার "আমার গ্রাম-আমার শহর": প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ শীর্ষক নির্বাচনী অঙ্গীকার ঘোষণা করে।

এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এলজিইডি "আমার গ্রাম-আমার শহর" শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ১৫টি পাইলট গ্রাম নির্বাচন করা হয়েছে। এসব গ্রামের ওপর সমীক্ষা সম্পাদন করা হচ্ছে। সমীক্ষায় প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে দেশের অন্য সকল গ্রামে নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দিতে কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, এলজিইডি গ্রামবাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রকৌশল সংস্থা। শহরের সকল নাগরিক সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দিতে এলজিইডির রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

সরকার প্রকৌশল

নগর উন্নয়ন সেক্টর

বাংলাদেশের নগরায়নের ইতিহাস শতাব্দি প্রাচীন। সুসংহত উপায়ে নাগরিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে জীবনযাপনের উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করতেই মূলত ১৮ শতকের ষাটের দশকে তৎকালীন বৃটিশ শাসনামলে (বর্তমান বাংলাদেশে) প্রথম পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করা হয়। সময়ের পরিক্রমায় যা সারাদেশে বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে পৌরসভার সংখ্যা ৩২৯টি এবং সিটি কর্পোরেশন ১২টি। বিভিন্ন কারণে গ্রামের মানুষ ক্রমাগত শহরমুখী হচ্ছে। ফলে শহরগুলোতে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাস্তবে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা শহরগুলোর রাস্তার অপ্রতুলতা, অপর্যাপ্ত পয়ঃ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, যথাযথ সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার অভাব এদেশের পৌরসভাগুলোকে নাগরিক সেবা প্রদানে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে।

পৌরসভাগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন, নগর দারিদ্র্য হ্রাস, দক্ষতা বৃদ্ধি, শক্তিশালী পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে অংশীজনদের সম্পৃক্ত করতে পৌরসভাসমূহকে এলজিইডি বিভিন্ন কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। পৌরসভার পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নেও এলজিইডি কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। এলজিইডির সার্বিক কার্যক্রমের ফলে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের পরিচালন ব্যবস্থা ও নাগরিক সেবার মান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নগর উন্নয়ন সেক্টরের কার্যক্রমগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান, নগর পরিচালন ব্যবস্থার মান উন্নয়নের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পৌরসভাকে সহযোগিতা করা, দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, কমিউনিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং কম্পিউটারাইজ ট্যাক্স বিল পদ্ধতি প্রবর্তন। এছাড়া, উপকারভোগী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত কার্যক্রম নগর দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নাগরিক পরিষেবার মান বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

উল্লেখ্য, এলজিইডির বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায়, সড়ক, ড্রেন ও ফুটপাত নির্মাণ, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, লেক উন্নয়ন, পাবলিক টয়লেট স্থাপন বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ, পৌর মার্কেট উন্নয়ন, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, সড়কবাতি স্থাপন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন, উন্মুক্ত উদ্যান নির্মাণ করা হয়ে থাকে।

পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর

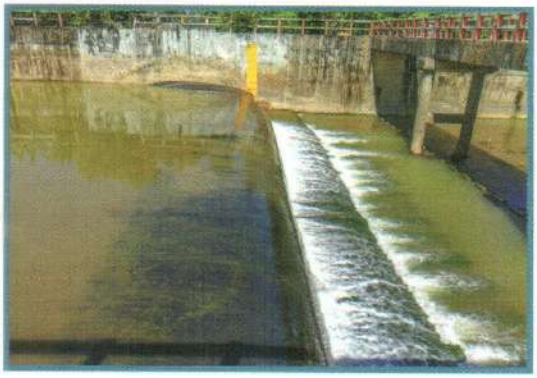

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে নদীর প্রভাব অপরিসীম। দেশের কৃষি উৎপাদনে সেচ একটি বড় অনুষঙ্গ। নদীর পানি ব্যবহার করে সেচ প্রদান একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে, অন্যদিকে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার সীমিত করে পরিবেশ সুরক্ষা করা যায়।

ষাটের দশকে কুমিল্লা মডেলে প্রস্তাবিত থানা ইরিগেশন প্রোগ্রাম-টিআইপি এর প্রাথমিক কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকলেও পরবর্তীতে এলজিইডি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-আইডিপি) এর আওতায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ করে।

এই ধারাবাহিকতায় সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও সুবিধাভোগীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে ১৯৯৫-৯৬ সালে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়। প্রকল্প চলাকালীন ১৯৯৯ সালে সরকার জাতীয় পানি নীতি অনুমোদন করে। এই নীতির আলোকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এক হাজার হেক্টর পর্যন্ত কমান্ড এলাকার সমন্বিত বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই সেক্টরে গৃহীত প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় মূলত চার ধরনের উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়-

উপ-প্রকল্পের ধরণ	অবকাঠামো
বন্যা ব্যবস্থাপনা	বাঁধ নির্মাণ, সংস্কার বা পুনর্বাসন, রেগুলেটর বা স্লুইস ও কালভার্ট নির্মাণ, খাল খনন বা পুনর্খনন
পানি-নিষ্কাশন	কালভার্ট নির্মাণ, খাল খনন বা পুনর্খনন
পানি সংরক্ষণ	পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো, রাবার ড্যাম, খাল পুনর্খনন ও স্পিলওয়ে
কমান্ড এলাকা উন্নয়ন	সেচ নালা সংস্কার, ভূ-উপরিস্থ বা ভূগর্ভস্থ সেচনালা, হেডার ট্যাংক, একুইডাক্ট ও সাইফুন

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশিপাশি সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস*) এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। অবকাঠামোসমূহের বাস্তবায়ন পরবর্তী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদান।

পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় পরিচালিত কার্যক্রমের ফলে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

* পাবসস: সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত সমবায় সমিতি।

ডিজিটাল বাংলাদেশ ও এলজিইডি

১৯৮৫ সালে প্রথম দুটি আইবিএস মাইক্রো কম্পিউটার সংযুক্তির মাধ্যমে তৎকালীন এলজিইবিতে কম্পিউটার ব্যবহার শুরু হয়। বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির আওতায় 'বিশেষ কাজের বিনিময়ে খাদ্য' -এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত গ্রোথসেন্টার সংযোগকারী সড়কে মাটির কাজের তথ্য সংরক্ষণ ও কার্যক্রম মনিটরিং এ কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে জিআইএস প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করার মধ্য দিয়ে তা বিস্তার লাভ করে।

গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজকে নির্ভুল, যুগোপযোগী ও সহজতর করার লক্ষ্যে এলজিইডি সরকারি সংস্থা হিসেবে দেশের মধ্যে প্রথম জিআইএস প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করে। ৯০ -এর দশকের মাঝামাঝি প্রথমে চট্টগ্রাম ও কুষ্টিয়া জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে এবং পরবর্তীতে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় পর্যায়ক্রমে এলজিইডির দাপ্তরিক কার্যক্রমে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয়। ফাইবার অপটিক ব্যাকবোন সহকারে ল্যান নেটওয়ার্ক স্থাপিত হয় ১৯৯৬ সালে। বর্তমানে এলজিইডি সদর দপ্তর ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় নিজস্ব লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে সংযুক্ত আছে। দেশের সকল জেলা কার্যালয়কে শীঘ্রই ল্যানের মাধ্যমে সদর দপ্তরের সঙ্গে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে করে তথ্য আদান-প্রদান আরো নিরাপদ, সহজ ও দ্রুততর হবে।

সরকারি সেবা সহজলভ্য ও দাপ্তরিক কার্যক্রমকে গতিশীল, নির্ভুল ও সহজতর করার জন্য এলজিইডি সবসময় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। এর অংশ হিসেবে নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকে এলজিইডি নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.lged.gov.bd) ব্যবহার শুরু করে। এছাড়া এলজিইডি দাপ্তরিক কাজের সুবিধার জন্য বিভিন্ন কাস্টমাইজড সফ্টওয়্যার তৈরি ও ব্যবহার করে আসছে, এর মধ্যে অন্যতম পারসোনাল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (পিএমআইএস)। এতে এলজিইডির সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে এবং সকল বদলি ও পদায়নের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

জনগণকে সহজে জিআইএস প্রযুক্তির সুবিধা প্রদানের জন্য এলজিইডি নিজস্ব জিআইএস পোর্টাল তৈরি করেছে। এতে জনগণ সহজেই এলজিইডিতে সংরক্ষিত জিআইএস ডাটা ব্যবহার করে পছন্দ মাফিক ম্যাপ তৈরি করতে পারে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারে এলজিইডি সম্মুখসারির প্রতিষ্ঠান হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছে। ২০১১ সালে দেশে ইলেকট্রনিক সরকারি ক্রয় (ই-জিপি) শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলজিইডি এই পদ্ধতি ব্যবহার শুরু করে।

বর্তমানে এলজিইডি প্রায় শতভাগ ক্রয় ই-জিপির মাধ্যমে সম্পাদন করছে। এছাড়া ই-জিপি পদ্ধতিতে ক্রয় সম্পাদনের জন্য নিজস্ব ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনবল এবং ঠিকাদারদের প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে এলজিইডি সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এর সহায়তায়

দেশের ২২ জেলায় ই-জিপি প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন করেছে এবং দক্ষ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে আসছে। দাপ্তরিক কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এলজিইডি ই-নথি ব্যবহার শুরু করেছে। বর্তমানে সদর দপ্তরের প্রায় সকল ইউনিট ও প্রকল্প ই-নথির মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তি করছে। বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এলজিইডির প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

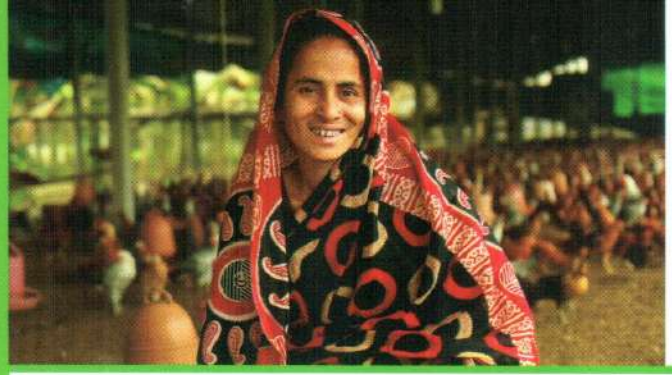

এলজিইডির বিশেষ কার্যক্রম

বৈচিত্র্যপূর্ণ বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিতে রয়েছে সমতলভূমি, পাহাড়, বরেন্দ্রভূমি, বিস্তীর্ণ হাওর এবং বঙ্গোপসাগরের কোলঘেঁষে উপকূলীয় অঞ্চল। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অঞ্চলভিত্তিক প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে এলজিইডি বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র এবং ক্যাম্পে চাহিদাভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ;

হাওর অঞ্চলে জলমহাল, মাটির কিল্লা এবং ডুবো সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দুর্যোগপ্রবণ উপকূলীয় এলাকায় জানমাল সুরক্ষায় প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ;

পার্বত্য অঞ্চল ও সুবিধাবঞ্চিত ছিটমহলবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। খরাপ্রবণ বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানির সংরক্ষণ ও সরবরাহ;

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস) এলজিইডির উদ্ভাবনী ধারণা। দুস্থ নারী-পুরুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে এ উদ্যোগ ভূমিকা রাখছে;

সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেন্ডার সমতার বিষয়টি নীতিপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম গঠন করেছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত কর্মপরিকল্পনা পাঁচবছর পরপর হালনাগাদ করা হচ্ছে;

ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনস্ট্রেমিং প্রজেক্ট (ক্রিম) এর আওতায় ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা এলজিইডির জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নে কাজ করছে। উল্লেখ্য, ক্রিম হলো গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) এর অর্থায়নে বাংলাদেশে গৃহীত প্রথম প্রকল্প।

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডি

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর তথা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে এলজিইডি। সময়ের পরিক্রমায় এলজিইডির সক্ষমতা এবং কার্যপরিধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাফল্যে এলজিইডি নিজস্ব মন্ত্রণালয় ছাড়াও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ফলে সেসব মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করছে। এসব কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন;

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ এবং আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ;

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন গাজীপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক উন্নয়ন;

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ইউনিয়ন কৃষক সেবাকেন্দ্র নির্মাণ;

ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন শহর ও ইউনিয়ন পর্যায়ে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ;

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন তিন পার্বত্য জেলায় উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক এবং সেতু নির্মাণ;

এছাড়াও সমাজকল্যাণ, সড়ক পরিবহন ও সেতু এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করছে এলজিইডি।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.lged.gov.bd

সৌজন্যে: ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প